৩১-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে আমি পবিত্র হয়ে অবশ্যই তোমার সহযোগী হব, তোমার যোগ্য সন্তান হয়ে দেখাব।"

প্রশ্নঃ- কাদের হিসাবপত্র সমাপ্ত করার জন্য অন্তিমে বিচারসভা বসে?

উত্তরঃ- যারা ক্রোধের বশীভূত হয়ে বোমা ফাটিয়ে অনেককে মেরে ফেলে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা কে করবে! সেইজন্য অন্তিমে ওদের জন্য বিচার সভা বসে। সকলে নিজ নিজ হিসাবপত্র সমাপ্ত করে ফিরে যায়।

প্রশ্নঃ- কে বিষ্ণুপুরীতে যাওয়ার যোগ্য হয়?

উত্তরঃ- ১) যে এই পুরাতন দুনিয়াতে থাকা সত্ত্বেও এই দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত থাকে। যার বুদ্ধিতে থাকে যে এখন আমাদেরকে নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে এবং তার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। ২) পড়াশুনা-ই বিষ্ণুপুরীতে যাওয়ার যোগ্য বানায়। তোমরা এই জন্মে পড়াশুনা কর এবং পরবর্তী জন্মে তার ফল পাও।

গীতঃ- তুমিই হলে মাতা...

ওম্ শান্তি। বেহদের (অসীমের) বাবার মহিমার গায়ন করা হয় কারণ বেহদের বাবার-ই অসীম শান্তি এবং সুখের উত্তরাধিকার দেন। ভক্তিমার্গে তাঁকে আহ্বানও করা হয়। বলা হয় - হে বাবা তুমি এসে আমাদেরকে শান্তি এবং সুখের উত্তরাধিকার দাও। ভারতবাসীরা ২১ জন্ম সুখধামে থাকে। বাকি আত্মারা তখন শান্তিধামে থাকে। সুতরাং বাবার কাছ থেকে দুই ধরণের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় - সুখধাম এবং শান্তিধাম। এটা তো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া, তাই এখানে না আছে সুখ আর না আছে শান্তি। তাই দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই কাউকে না কাউকে প্রয়োজন। বাবাকে মাঝিও বলা হয়। তিনিই বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যান। বাচ্চারা জানে যে বাবা-ই প্রথমে শান্তিধামে নিয়ে যাবেন। কারণ সময় এখন সমাপ্তির দিকে। এটা হল বেহদের খেলা। এই খেলায় উঁচুর থেকেও উঁচু মুখ্য রচয়িতা, নির্দেশক এবং মুখ্য অভিনেতা কে? ভগবানই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। তাঁকেই সকলের পিতা বলা হয়। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। মানুষ দুঃখী হয়ে গেলে তিনি দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। তিনিই হলেন রুহানি (আধ্যাত্মিক) পান্ডা - সকল আত্মাকে তিনি শান্তিধামে নিয়ে যান। ওখানেই সকল আত্মা থাকে। এইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো এখানেই প্রাপ্ত হয় যার দ্বারা আত্মা কথা বলে। আত্মা নিজেই বলে যে আমি যখন সুখধামে ছিলাম তখন এই শরীর সতোপ্রধান ছিল। আমি আত্মা ৮৪ জন্ম ভোগ করি। সত্যযুগে ৮ টা এবং ত্রেতাতে ১২ টা জন্ম নিয়েছি। পুনরায় প্রথম নম্বরে আসতে হবে। বাবা-ই এসে পবিত্র বানান, আত্মাদের সাথে কথা বলেন। আত্মা শরীর থেকে আলাদা থাকলে কোনো কথা বলতে পারে না। যেরকম রাত্রে শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। আত্মা বলে, আমি এই শরীরের দ্বারা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি, তাই এখন বিশ্রাম করছি। আত্মা এবং শরীর সম্পূর্ণ পৃথক। এটা হল পুরাতন শরীর। এই দুনিয়াটাই

তো পতিত। ভারত যখন নতুন ছিল তখন সেই দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হত। এখন তো নরক হয়ে গেছে। সবাই দুঃখী।

বাবা এসে বলছেন, এই কন্যাদের মাধ্যমেই তোমাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন – পবিত্র হয়ে স্বর্গের মালিক হও। পতিত হয়ে যাওয়ার জন্যই তোমরা নরকের মালিক হয়ে গেছ। এখানে ৫ বিকারের দান নেওয়া হয়। আত্মা বলে – বাবা, তুমি আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাও, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে আমরা পবিত্র থেকে অবশ্যই তোমার সহযোগী হবে। যে সন্তান বাবার বাধ্য হয় তাকেই সুযোগ্য সন্তান বলা হয়। অযোগ্য সন্তান তো উত্তরাধিকার পাবে না। এই বাবা বোঝাচ্ছেন যে নিরাকার আত্মারা হল নিরাকার ভগবানের সন্তান। এরপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হয়ে গেলে ভাই-বোনের সম্পর্ক হয়ে যায়। এটা হল ঈশ্বরীয় পরিবার, এছাড়া অন্য কোনো সম্বন্ধ নেই। হয়তো ঘরে আত্মীয়-পরিজনদের দেখছে কিন্তু বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমি এখন বাপদাদার হয়ে গেছি। তিনি হলেন বাবা, আর ইনি দাদা এখানে বসে আছেন। এই দুনিয়াতে গর্ভজেলে অনেক শাস্তি খেতে হয়। সত্যযুগে এইরকম জেল থাকে না। ওখানে রাবন থাকে না, তাই কোনো পাপ কাজও হয়না। তাই ওই দুনিয়াতে গর্ভমহল বলা হয়। যেমন কৃষ্ণকে অশ্বত্থ পাতার ওপরে দেখানো হয়েছে। ওই দুনিয়াতে গর্ভ ক্ষীর সাগরের মত হয়। সত্যযুগে গর্ভজেলও থাকবে না এবং এইরকম কোনো জেলও থাকবে না। অর্ধেক কল্প হল নতুন দুনিয়া। ওখানে সুখ থাকে। যেমন বাড়ি প্রথমে নতুন থাকে, পরে পুরাতন হয়। সেইরকম সত্যযুগ হল নতুন দুনিয়া এবং কলিযুগ হল পুরাতন দুনিয়া। কলিযুগের পর অবশ্যই পুনরায় সত্যযুগ আসবে। সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হতে থাকে। এটা হল বেহদের চক্র, বাবা-ই এসে এই চক্রের জ্ঞান বোঝান। বাবা-ই হলেন নলেজফুল। এই আত্মাও (ব্রহ্মাবাবা) বোঝাতে পারবে না। এই আত্মা প্রথমে পবিত্র ছিল, পরে ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করে পতিত হয়ে গেছে। তোমরা আত্মারাও প্রথমে পবিত্র ছিলে, পরে পতিত হয়েছ। বাবা বলছেন, আমি হলাম এই পতিত দুনিয়ার অতিথি। কারণ পতিত আত্মারা বলে – তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। আমাকে আমার পরমধাম ছেড়ে এই পতিত দুনিয়াতে এবং পতিত শরীরে আসতে হয়। এখানে কোনো পবিত্র শরীর নেই। এটা তো জানো – যে ভাল কাজ করে সে ভালো বংশে জন্ম নেয়। খারাপ কাজ করলে সে খারাপ বংশে জন্ম নেবে। তোমরা এখন পবিত্র হচ্ছ। প্রথমে তোমরা বিষ্ণু বংশে জন্ম নেবে। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও।

এটা কেউই জানে না যে আদি সনাতন ধর্ম কে স্থাপন করেছিল, কারণ শাস্ত্রতে ৫ হাজার বছরের সৃষ্টিচক্রকে লক্ষ বছর দেখিয়ে দিয়েছে। এই ভারতই একদিন স্বর্গ ছিল। এখন তো নরক হয়ে গেছে। যে এখন বাবার দ্বারা ব্রাহ্মণ হবে সে-ই দেবতা হবে, স্বর্গের দ্বার দেখতে পারবে। স্বর্গের নামটাই কত সুন্দর। দেবী-দেবতারা বামমার্গে আসলেই পূজারী হয়ে যায়। সোমনাথের মন্দির কে বানিয়েছিল? এই সোমনাথের মন্দিরই হল সবথেকে বড় মন্দির। যে সবথেকে ধণী ছিল, নিশ্চয়ই সে-ই বানিয়েছে। যে সত্যযুগের প্রথম মহারাজা-মহারাণী অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল। পরে তারাই যখন পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায় তখন তারা শিববাবার মন্দির বানায়, যিনি বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলেন, তারা নিজেরা কতই না ধনী হবে, তবেই তো এত মন্দির বানিয়েছে। মহম্মদ গজনী এইসব মন্দির লুঠ করেছিল। শিববাবার মন্দির-ই সবথেকে বড়। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তিনি নিজে মালিক হন না। বাবা যে সেবা করেন তাকেই নিষ্কাম সেবা বলা হয়। বাচ্চাদেরকে স্বর্গের

মালিক বানান, নিজে মালিক হন না। তিনি নির্বাণধামে চলে যান। যেমন ৬০ বছরের পর মানুষ বাণপ্রস্থে চলে যায়, সৎসঙ্গ করে। ভগবানের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কেউই আমার সাথে মিলিত হয় না। কেবল বাবা-ই হলেন সকলের গাইড এবং মুক্তিদাতা। বাকিরা সবাই শারীরিক যাত্রা করায়। অনেক রকমের যাত্রা করে থাকে। এটা হল রুহানি (আত্মিক) যাত্রা। বাবা সকল আত্মাকে তাঁর নিজধাম অর্থাৎ শান্তিধামে নিয়ে যান। এখন বাবা তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সত্যযুগে যাওয়ার যোগ্য বানাচ্ছেন। বাবা তো সেবা করতেই আসেন। বাবা বলছেন, এই পুরাতন দুনিয়াতে কারোর প্রতি আসক্ত হয়ো না। এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে। তোমরা আত্মারা সবাই ভাই-ভাই, এর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সবার কথাই বলা হয়েছে। সত্যযুগে তোমরা আত্মারা পবিত্র থাক, ওই দুনিয়াটাকেই পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। এই দুনিয়ায় তো ৫-৭ জন বাচ্চাকে পেট কেটে বের করে। কিন্তু সত্যযুগে নিয়ম তৈরি হয়ে আছে। সময় হলে দুজনেরই সাক্ষাৎকার হয় যে এইবার সন্তানের জন্ম হবে। একেই যোগবল বলা হয়। একেবারে সঠিক সময়ে সন্তানের জন্ম হয়। কোনও সমস্যা হয়না, কান্নার আওয়াজও হয় না। আজকাল তো বাচ্চা হওয়ার সময়ে কত সমস্যা হয়। এই দুনিয়াটাই হল দুঃখধাম। সত্যযুগ হল সুখধাম। তোমরা সুখধামের মালিক হওয়ার জন্য পড়াশুনা করছ। ওই পড়াশুনার ফল তো এই জন্মেই ভোগ করে। তোমরা পরের জন্মে এই পড়ার ফল পাবে। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাই, যাদেরকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। লক্ষ্মীকে ভগবতী এবং নারায়ণকে ভগবান বলা হয়।

সত্যযুগে কে তাদেরকে ওইরকম বানিয়েছিল? কলিযুগের অন্তিমে তো কিছুই ছিল না। ভারতের অবস্থা দেখো, একেবারে কাঙালের মত। আমিই সকলকে সদগতি দিতে এসেছি। সত্য এবং ত্রেতাযুগে তোমরা সর্বদা সুখী থাক। বাবা এত সুখ দেন যে ভক্তিমার্গেও তাকে স্মরণ করে। বাচ্চা মরে গেলেও বলে - হে ভগবান, তুমিই আমার সন্তানকে মেরেছ। বাবা বলছেন, তুমিই তো বল যে সবকিছু ঈশ্বরই দিয়েছেন এবং তিনিই নিয়ে নিয়েছেন। তাহলে কাঁদছ কেন? মোহ রেখেছ কেন? সত্যযুগে মোহ থাকবে না। ওখানে যখন শরীর ছাড়ার সময় হয় তখন সঠিক সময়েই শরীর ছাড়ে। স্ত্রী কখনো বিধবা হয় না। যখন সময় সম্পূর্ণ হয়, বয়স্ক হয়ে যায় তখন ভাবে যে এবার গিয়ে বাচ্চা হব। তখন শরীর ছেড়ে দেয়। সাপের মত। তোমরা এখন জানো যে এই কলিযুগী শরীরটা হল অনেক পুরাতন খোলস। আত্মা পতিত তাই শরীরও পতিত। এখন বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র হতে হবে। এটা হল ভারতের প্রাচীন রাজযোগ। সন্ন্যাসীরা তো হঠযোগ করে। শিববাবা বলছেন, আমি এই মাতাদের দ্বারাই স্বর্গের দরজা খুলছি। মাতাগুরু ছাড়া কারোর উদ্ধার সম্ভব নয়। বাবা এসেই সকলের সদগতি করেন। তোমাদেরকেও শেখান, তারপর তোমরা মাস্টার সদগতিদাতা হয়ে যাও। সবাইকে বল যে মৃত্যু অতি নিকটে, তাই বাবাকে স্মরণ কর। সব বিনাশ হয়ে যাবে। যারা বোমা ইত্যাদি বানায় তারা নিজেরাও স্বীকার করে যে এইগুলোর দ্বারা বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা জানে না যে কে তাদেরকে প্রেরণা দিচ্ছে। বোঝে যে একটা বোমা ছুড়লেই সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। অল্প সময় অবশিষ্ট আছে, এই সময়ের মধ্যে তোমরা কাঁটা থেকে ফুল হয়ে যাও। এটা তো কাঁটারই দুনিয়া। ভারতই এক সময়ে ফুলের দুনিয়া ছিল। এখন বেশ্যালয় হয়ে গেছে, এরপর শিবালয় হবে। শিবালয় মনে শিববাবার দ্বারা স্থাপন করা স্বর্গ। ভগবান তো একজনই, তিনি নিরাকার। কোনও মানুষকে কখনো ভগবান বলা উচিৎ নয়। কেবল বাবাই হলেন দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী। ভগবানুবাচ হল - আমি তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাই। এখন এই পুরাতন পতিত দুনিয়ার

বিনাশ হবে। আমি পতিত থেকে পবিত্র দেবতা বানাই, তারপর তোমরা নিজধামে চলে যাবে। এই নাটককে বুঝতে হবে।

এখন দেখ মানুষের মধ্যে কত রাগ। বাঁদরের থেকেও খারাপ। ক্রোধের বশে কিভাবে বোমা দিয়ে সবাইকে মেরে দেয়। এদের বিরুদ্ধে কে মামলা করবে? অন্তিমে এদের জন্য বিচারসভা বসবে। সকলের হিসাবপত্র সমাপ্ত হয়ে যায়। এইগুলো সব বোঝার ব্যাপার। বাবা বলছেন - হে আত্মারা, আমি তোমাদের বাবা, আমি এসেছি। তুমি আমার শ্রীমৎ অনুসারে চললে শ্রেষ্ঠ স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। দুনিয়ার মানুষ তো মানুষের গাইড হয়। কিন্তু বাবা হলেন সকল আত্মার গাইড। আত্মারাই বলে, হে পতিত-পাবন।এখন বাবা আমাদেরকে পুণ্যাত্মা বানাচ্ছেন। স্বর্গে রুহানি (আত্মিক) বাবা থাকবেন না। ওখানে তো ফল ভোগ করে। এটা হল বিশ্ব বিদ্যালয়। বাবা ছাড়া আর কেউই রাজযোগ শেখাতে পারবে না। বাবা বলছেন, আমি এই শরীরটা লোন নিয়ে এর মধ্যে আসি। আত্মা তো অন্য শরীরে আসতেই পারে, তাই না? নাটকে এইরকমই আছে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে ৫ হাজার বছর সময় লাগবে। বলা হয় প্রত্যেকটা পাতার মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। পাতা নড়ে, তাই এর মধ্যে আত্মা আছে। কিন্তু না, পাতা তো বাতাসে নড়ে। এখন তোমরা যেভাবে বসে আছ, ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় এইভাবেই বসবে। এখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারলে নাও, নয়তো আর কখনও নিতে পারবে না। এখনই শ্রেষ্ঠ উপার্জন করতে পারবে। এরপর সারা কল্পেও এত শ্রেষ্ঠ উপার্জন করা যাবে না। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) খুব অল্প সময় অবশিষ্ট আছে। তাই নিজে কাঁটা থেকে ফুল হয়ে সবাইকে ফুল বানাতে হবে। শান্তিধাম এবং সুখধামের রাস্তা দেখাতে হবে।

২) বৈষ্ণব বংশে যাওয়ার জন্য ভাল কর্ম করতে হবে। অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। সর্বদা রুহানি যাত্রা করতে এবং করাতে হবে।

বরদান:- প্লেন (সরল) বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে সেবার প্ল্যান (পরিকল্পনা) বানাতে সক্ষম যথার্থ সেবাধারী হও।

যথার্থ সেবাধারী তাকেই বলা হয় যে নিজের সেবা এবং সকলের সেবা একই সঙ্গে করে। নিজের সেবার মধ্যেই সকলের সেবা নিহিত আছে। এমন যেন না হয় যে অন্যের সেবা করতে গিয়ে নিজের সেবাতেই অসতর্ক হয়ে গেলাম। সেবার ক্ষেত্রে যাতে সেবা এবং যোগ একই সাথে হয়, তার জন্য প্লেন (সরল) বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে সেবার প্ল্যান (পরিকল্পনা) তৈরি কর। প্লেন বুদ্ধির অর্থ -

নিমিত্ত এবং নির্মাণভাব ছাড়া অন্য কোনো বিষয় যেন বুদ্ধিকে স্পর্শ না করে। সীমিত নাম-মান নয়, একেবারে নির্মান। এটাই হল শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনার বীজ।

স্লোগান:- জ্ঞানদানের সাথে সাথে গুণদান করলে সফলতা পাওয়া যাবে।